



আধুনিক পাশ্চাত্যের উত্থানের পটভূমি ও যুগবিভাজন সমস্যা

পাশ্চাত্যের সভ্যতার ইতিহাসে আধুনিক যুগের উত্থান নানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মধ্য যুগের সামন্ত অর্থনৈতিক সমাজ, রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং রক্ষণশীল ধর্মীয় বিশ্বাসের অবসান ঘটিয়ে যে সময় থেকে শিল্প-বাণিজ্যিক পুঁজিবাদী আর্থ-ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অগ্রসর চিন্তা চেতনা এবং শিক্ষা সংস্কৃতির জীবন ব্যবস্থা মানুষ গড়ে তুলতে থাকে তাকেই ইতিহাসে আধুনিক যুগ বলা হয়ে থাকে।

এই যুগে পাশ্চাত্যের মানুষ অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণ করে। মূলত রেনেসাঁসের প্রভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে আধুনিক জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। মানুষ আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় মনন, মেধা ও শিক্ষা - দীক্ষায় অসাধারণ সব অগ্রগতি সাধন করে। ফলে গোটা মানব সভ্যতার ইতিহাস সব দিক থেকে একটি নিশ্চিত গতি লাভ করে- যা এখন সমগ্র পৃথিবীতে সব চাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। এই পর্বে আধুনিক পাশ্চাত্যের উত্থানের পটভূমির আলোচনা থেকে আপনারা সবিস্তারে এ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে -

- ◆ পাঠ - ১ : পটভূমি ও যুগ বিভাজনের সমস্যা
- ◆ পাঠ - ২ : আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য
- ◆ পাঠ - ৩ : পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ও ১৪৫৩ সালের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের পতন
- ◆ পাঠ - ৪ : ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ

পটভূমি ও যুগবিভাজনের সমস্যা

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন -

- ইউরোপে আধুনিক যুগ-পূর্ববর্তী ইতিহাস;
- আধুনিক-যুগ প্রারম্ভের বিভাজন সমস্যা;
- আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক সীমারেখা।

ইতিহাসের কাল নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে। মানুষের কর্ম বা কৃতি, প্রযুক্তির বিকাশ, প্রকৃতির উপর মানুষের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জীবন ও জগত সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং সমাজ অভ্যন্তরে শ্রেণী বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়াবলী সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনের সূচক হিসেবে কাজ করে থাকে। বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে মানব সমাজ ও সংস্কৃতি অতীতের সত্য ও সুন্দরকে গ্রহণ করে এবং অসুন্দরকে বর্জন করে। এভাবেই ইতিহাসের কাল পরম্পরা পরম্পর সম্পর্ক যুক্ত। প্রাচীন সুমেরীয়, মিশরীয়, চৈনিক, ভারতীয় ও গ্রিক সভ্যতার অবসানের পর রোমান সভ্যতার উত্থান ঘটে। এই রোমান সভ্যতা প্রাচীন ও মধ্য যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করে। বস্তুত এই রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাসই হলো মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাস। পরবর্তী রোমান সভ্যতা তথা মধ্যযুগের ইউরোপীয় সভ্যতার পতনের পটভূমিতে উত্থান ঘটে আধুনিক পাশ্চাত্যের। উত্থান ঘটে আধুনিক পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে নিরন্তর প্রক্রিয়ায় উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে আধুনিক পাশ্চাত্যের সমাজ ও সংস্কৃতির।

রোমান সাম্রাজ্য

খ্রিস্টপূর্ব ৭৫৩ সালে ইতালির টাইবার নদীর তীরে রোম নগরী স্থাপিত হয়। এই নগরীর গোড়াপত্তন করেন রোমাস ও রমুলাস নামে দুই ভাই। প্রথম দিকে ছিল এটা একটি বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ক্রমে গ্রিক সভ্যতার পতন ৪৭৬ (খ্রি.) ঘটলে এই রোম সমগ্র ইতালি ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল দখল করে এক বিশাল রোমান সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। আরও পরবর্তীকালে রোমানদের হাতে পতন ঘটে সমগ্র ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের জন্য রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী বাইজান্টিয়াম নামক স্থানে দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ৩৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দ্বিতীয় রাজধানীর নামকরণ করা হয় কনস্টান্টিনোপল। এই নামকরণ করা হয়েছিল সম্রাট কনস্টানটাইনের নামানুসারে। পূর্ব রাজধানীকে কেন্দ্র করে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল তথা পূর্ব ইউরোপ, পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চল, এশিয়া মাইনরসহ পশ্চিম এশিয়া অঞ্চল শাসিত হতো।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন : ৪৭৬ সাল

পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে গথ, ভ্যান্ডাল প্রভৃতি বর্বর জার্মান জাতিসমূহ রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ পরিচালনা করতে থাকে। তাদের এই আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায় এবং অনেকগুলি ছোট ছোট আঞ্চলিক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ৪৭৬ সালকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সময়ে বর্বর জাতি সমূহের হাতে রোমের পতন ঘটে। গথ এবং ভ্যান্ডাল প্রভৃতি বর্বর জাতি তাদের আক্রমণ, দখল ও ধ্বংসলীলা পশ্চিম ইউরোপে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। এই সময় কনস্টান্টিনোপল কেন্দ্রিক পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য অক্ষত থেকে যায়। তখন থেকে এই অঞ্চল পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য নামে অভিহিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবীয় সভ্যতার উত্থান ও বিকাশের পটভূমিতে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে যায়।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা : ৮০০ সাল

আধুনিক ইউরোপের উত্থানের পূর্বে ইউরোপের ইতিহাসে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ধারণা প্রবলভাবে বিরাজমান ছিল। এমন কি ফরাসি বিপ্লবের সময় পর্যন্ত ইউরোপের সামন্ত শাসকশ্রেণী এবং তাদের অনুগত প্রজাদের একাংশ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতো। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ধারণাটি শুরু হয় নবম শতকে। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরবর্তী তিন শতাব্দীকাল এই অঞ্চল অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন জাতির আঞ্চলিক রাজাগণ এই আঞ্চলিক রাজ্যগুলির নেতৃত্ব প্রদান করতো। আঞ্চলিক রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছিল নিয়মিত ব্যাপার। অষ্টম শতকের শেষদিকে জার্মান জাতির একটি শাখা প্রবলভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠে। এরা ইতিহাসে ফ্রাঙ্ক নামে পরিচিত ছিল। এই ফ্রাঙ্ক জাতি জার্মান ও ফ্রান্সের বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে পুণরায় রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। ক্রমে অষ্টম শতকের মধ্যেই ফ্রাঙ্ক জাতি রোমান সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। উক্ত বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ মহান শার্লামেন (তিনি চার্লস নামেও পরিচিত) ৮০০ সালে রোমের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন যিশু খ্রিষ্টের গভীর অনুরাগী এবং খ্রিস্ট ধর্মের একান্ত পৃষ্ঠপোষক। খ্রিস্টান ধর্মকে ভিত্তি করে শার্লামেন বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন। তার উদ্যোগে সমগ্র ইউরোপে খ্রিস্টান ধর্মের বিস্তৃতি লাভ করে। সাম্রাজ্যের শাসন, আইন, কানুন, নিয়ম নীতি, প্রথা ইত্যাদি ছিল খ্রিস্টান ধর্মভিত্তিক। সামগ্রিকভাবে ধর্মাশ্রয়ী বলে এই সাম্রাজ্যের নাম হয়েছিল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য (Holy Roman Empire)। দশম শতাব্দীতে এসে এই পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। ফ্রাঙ্ক একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। ইতালি এবং জার্মানি অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মূলত এই রাজ্যগুলি ছিল সামন্ত রাজ্য। সমগ্র ইউরোপে তখন সামন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিরাজমান ছিল। সামন্ত রাজন্যবর্গ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের আধ্যাত্মিক নেতা মহান পোপের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন মাত্র। এভাবেই নামেমাত্র পশ্চিম ইউরোপে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য টিকে থাকে। আধুনিক পাশ্চাত্যের উত্থানের পূর্বে এই ছিল পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক চিত্র।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন : ১৪৫৩ খ্রি:

পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে ইসলামী সভ্যতার উত্থান ও বিকাশের পটভূমিতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সীমা ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে পড়তে থাকে। আব্বাসীয় শাসনামল পর্যন্ত ইসলামী সাম্রাজ্য পশ্চিম ইউরোপের স্পেন, সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১২৫৮ সালে মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের হাতে বাগদাদের পতন ঘটানোর পর ইসলামী সভ্যতার নেতৃত্ব গ্রহণ করে ওসমানীয় তুর্কিরা। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ওসমানীয় তুর্কিদের শক্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সারা মুসলিম দুনিয়ার উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে ওসমানীয় তুর্কিরা ইউরোপের দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করে। ১৪৫৩ সালে ওসমানীয় খলিফা দ্বিতীয় মোহাম্মদের হাতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে তুর্কি শক্তি সমগ্র খ্রিস্ট অঞ্চলসহ পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৪৫৩ সাল ইউরোপ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

আধুনিক ইতিহাসের যুগ বিভাজন সমস্যা

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশমান গতিধারাই হলো ইতিহাসের বিষয়বস্তু। মানব জাতির চলার পথের গতি প্রবাহ কখনোই থেমে থাকে না। কখনো কখনো কোনো সভ্যতা বা জনগোষ্ঠীর ইতিহাস বা বিকাশ স্থবির মনে হলেও বাস্তবিক পক্ষে তা কখনো স্থবির ছিল না, থাকে না। বহুমুখী অভিঘাতের ভেতর দিয়ে বিচিত্র পথে ইতিহাস এগিয়ে চলে। মানব সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে সব সময় একই রকম বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। সমাজ ও সভ্যতার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তাকে গ্রহণ, যা কিছু অপ্রয়োজনীয় তা বর্জন করার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার ইতিহাস অগ্রসর হয়েছে। প্রকৃতির উপর মানুষের অধিকতর নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদনের নব নব হাতিয়ার আবিষ্কার এবং উৎপাদন সম্পর্ক মানব সমাজকে একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত করেছে। তবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ ও জাতির জীবনে কখনো কখনো বড় ধরনের উত্থান যেমনিভাবে ঘটে, আবার কখনো কখনো পতনও ঘটে থাকে। এ সব বিচিত্র কোনো বিশেষ অঞ্চল পূর্ববর্তী উৎপাদন ব্যবসা, সামাজিক চরিত্রকে পরিত্যাগ নতুন উৎপাদন সম্পর্ক এবং ব্যবসার ভিত্তি তৈরি করে অগ্রসর হওয়াটি ইতিহাসের খুব স্বাভাবিক নিয়ম। তারপরও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ ধরনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাই ঐ দেশ বা সমাজে প্রধান থাকে। এটি কয়েক হাজার বছর হতে পারে।

ইতিহাসের প্রতিটি স্তরের আর্থ-সামাজিক কাঠামো আলাদা বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত হয়। পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলে কিম্বা জনগোষ্ঠীর সভ্যতার উত্থান পতন, উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের গুণগত পরিবর্তন ও উত্তরণ, সাংস্কৃতিক জীবনের সমৃদ্ধি কিম্বা অবক্ষয় প্রভৃতি বহুমাত্রিক সূচকের উপর ভিত্তি করে ইতিহাসের কাল বিভাজন ঘটে থাকে। একই দেশের কিংবা একই অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সীমারেখার বিভাজন একই ধরনের নাও হতে পারে। আবার দু'একশত বছর সময়েও হতে পারে। নির্দিষ্ট সময় ধরে অভিন্ন চরিত্রের রাষ্ট্র, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে সেই দেশ বা সমাজ। সেই যুগে বা কালে পরিচিত

যেমন - আদি যুগ, প্রাচীন যুগ, প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। এসব যুগ বিভাজনের সঙ্গে এক একটি বিশেষ ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভ্যুদয়, বিকাশ ও পতনের ইতিহাস রয়েছে। এভাবেই ইতিহাসে যুগ বিভাজন হয়ে থাকে।

ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা

ইউরোপের ইতিহাসে একটি বিশেষ তারিখকে আধুনিক যুগের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। পঞ্চম শতক থেকে শুরু হওয়া ইউরোপের সামন্তবাদী সমাজ, সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সামন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামো ত্রয়োদশ শতক থেকে ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। রাজনৈতিক দিক থেকে ইউরোপ অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই সময়ের ইউরোপে একটি প্রধান জ্ঞান সাধনার ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনোপল। ১৪৫৩ সালে অটোমান তুর্কিদের হাতে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটির পতন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে এখানকার শিল্পী, সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও বিদ্বান মনীষীরা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত ইতালিতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতালির ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, ভেনিস প্রভৃতি ছোট ছোট শহর ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রসর এবং অনেকটা সামন্ত সমাজ কাঠামোর আওতামুক্ত। এই শহরগুলিকে ঘিরে একটি স্বাধীন বাণিজ্যিক অর্থনীতির উন্মেষ ঘটতে থাকে। কনস্টান্টিনোপলের পণ্ডিতদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা গোটা পশ্চিম ইউরোপ বিশেষত ইতালিতে এক নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটায়। দক্ষিণ ইতালিতে বিকাশমান ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প তথা নতুন উৎপাদন পদ্ধতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক ভাবনা, জীবন ও জগতের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সমন্বিত হয়ে এক ব্যাপক সমাজ পরিবর্তনের প্রবাহ সৃষ্টি করে। এ ধরনের উত্তরণ প্রক্রিয়াকে ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে ইউরোপের উত্তরণ ঘটে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে। ইউরোপের ইতিহাস আধুনিক যুগে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল ১৪৫৩ সালে। তাই ১৪৫৩ সালকে আধুনিক ইতিহাসের সূচনাকাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে এটাও বলা প্রয়োজন যে কনস্টান্টিনোপলের পতন ইউরোপে নবজাগরণের একমাত্র কারণ নয়, অন্যতম প্রধান কারণ মাত্র। তবে রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, উৎপাদন তথা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে তার ফলে সামন্ত আর্থ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবেও রাজতন্ত্র গভীর সংকটে নিপতিত হয়। এর স্থলে উদিত হতে থাকে নতুন আর্থ-সামাজিক তথা ধনবাদী ব্যবস্থা, এর অনুষ্টি হিসেবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা, উপাদান ও শক্তিসমূহের উন্মেষ ঘটতে থাকে। এভাবেই আধুনিক ইতিহাসের আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে।

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। রোম নগরী স্থাপিত হয়।

- (ক) খ্রি.পূ. ৭১২ সালে (খ) খ্রি.পূ. ৭৫০ সালে
(গ) খ্রি.পূ. ৭৫৩ সালে (ঘ) খ্রি.পূ. ৮১০ সালে

২। কনস্টান্টিনোপল নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

- (ক) রমুলাস, (খ) জুলিয়াস সিজার
(গ) কনস্টানটাইন (ঘ) পিথাগোরাস

৩। ফ্রাঙ্ক জাতি কোন দেশের অধিবাসী।

- (ক) ফ্রান্স (খ) জার্মানি
(গ) ইতালি (ঘ) স্পেন

৪। কনস্টান্টিনোপলের পতন ঘটে

- (ক) সুলতান মাহমুদের হাতে (খ) দ্বিতীয় মোহাম্মদের হাতে
(গ) কামাল পাশার হাতে (ঘ) সেনাপতি খালেদের হাতে

উত্তর : ১। (গ), ২। (ক), ৩। (ক), ৪। (খ)।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। আধুনিক যুগ বিভাজনের সমস্যাবলী কি কি ?

৩। ১৪৫৩ সালকে আধুনিক যুগের সূচনাকাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কি? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফ্রাঙ্ক জাতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য কেন সংকুচিত হয়ে পড়তে থাকে?

৩। রেনেসাঁস বলতে কি বুঝায়?

আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন -

- ইউরোপের আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য সমূহ;
- এই বৈশিষ্ট্যসমূহের সুদূর প্রসারী ঐতিহাসিক প্রভাব;
- মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে সীমারেখা।

আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য সমূহ

ইতিহাসের প্রবাহমান ধারায় প্রত্যেকটি যুগ কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত। একটি যুগের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলা, মনন চর্চা প্রভৃতির আলোকে ঐ যুগের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে একটি যুগের সাথে আরেকটি যুগের একটি যোগসূত্র বিদ্যমান থাকে। মানব সমাজের কতিপয় বৈশিষ্ট্য আবহমান কাল ধরে একই ধারায় প্রবাহিত হয়। ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে সন্ধিক্ষণ হলো ইউরোপীয় রেনেসাঁস। উক্ত সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে পুরনো সামন্তবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সমূহের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে, অন্যদিকে নতুন আর একটি সমাজ ব্যবস্থার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে শুরু করে। আর এই নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল মৌলিক পরিবর্তনের সূচক। ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

(১) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ

ইউরোপে আধুনিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ। বস্তুত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে উক্ত বৈশিষ্ট্যের ওপর। মধ্যযুগের ইউরোপের সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে ব্যক্তির স্বাধীনতা কিম্বা ব্যক্তির সামাজিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। কেননা তখন সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতি ও প্রশাসন ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজতন্ত্রের হাতের মুঠোয়। রাজা দেশের সর্বময় হর্তা কর্তা ছিলেন। তিনি প্রশাসনের সর্বস্তরে রাজপরিবারের সদস্যদের নিয়োগ দিতেন। তাদের যোগ্যতার কোন নির্ধারিত মাপকাঠি ছিল না। ধর্মের সর্বময় কর্তা ছিলেন যাজক এবং তার অধীনস্থ ধর্মগুরুগণ। ধর্মগুরুগণ রাজাকে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বলে অভিহিত করতেন। সুতরাং, রাজার কোনো কাজের সমালোচনা করা হলে ঈশ্বরের বিরাগ ভাজন হওয়া, পাপ করার ভয় ছিল। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্টকে নীরবে সহ্য করতো বা নিয়তি হিসেবে বিশ্বাস করতে বাধ্য ছিল। এর ফলে মধ্যযুগে ব্যক্তির কোন স্বাধীন অস্তিত্ব ছিলনা বললেই চলে। মধ্য যুগে ব্যক্তি ছিল সমাজের প্রতিটি স্তরে বিভিন্ন ধরনের কঠোর নিয়ম নীতি, আচার আচরণ এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সামন্ত প্রথায় কৃষকরা সার্ব বা ভূমিদাস হিসেবে পরিচিত ছিল। বহুস্তরে বিভক্ত সামন্ত জমিদার শ্রেণী একে অন্যের অধীন ছিল। আর পরিপূর্ণ ধর্ম ভিত্তিক সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ছিল গৌণ। এই পরিবেশে সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মেই ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা, স্বাধীন মতামত ও ভাবনা প্রকাশের একটি আন্দোলন ধীর গতিতে এগুতে থাকে। এর প্রতিফল লক্ষ্য করা যায় ত্রয়োদশ-উত্তর ইউরোপের রেনেসাঁসে। এটিকে

ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সময়ে পশ্চিম ইউরোপে বিশেষত ইতালিতে সমুদ্রতীরে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে থাকে এবং এই শহরগুলিতে গড়ে উঠতে থাকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ও। বস্তুত এই সময় থেকে মানুষের মাঝে জীবন ও জগত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার প্রাথমিক ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করে। পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় নবজাগরণ বা রেনেসাঁস মানুষের মনোজগতে যে সব পরিবর্তন নিয়ে আসে সেগুলোর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী, এক কথায় বিপ্লবাত্মক। ব্যক্তির প্রকাশ, ব্যক্তির মুক্তি এবং মানবতাবাদই হলো উক্ত রেনেসাঁসের মূলকথা। উক্ত ব্যক্তির মুক্তি মূলত সম্ভব হয়েছিল আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদের বিকাশের মধ্য দিয়ে। যা রেনেসাঁসের মনীষীগণ তাদের কর্মে ও চিন্তা-ভাবনায় শিখিয়ে ছিলেন। এর ফলে ব্যক্তিমানুষ যেভাবে ইতিপূর্বে রাজা ও ধর্ম যাজকদের নিকট নিজেদেরকে সমর্পণ করে দিয়েছিল তার থেকে বে হয়ে আসা শুরু হয়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ধারা সূচিত হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশের মধ্য দিয়ে ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

(২) জাতীয় রাষ্ট্র

ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি হলো জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব। মধ্যযুগের ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের কোনো ধারণা ছিল না। ইউরোপের মানুষের মধ্যে রাষ্ট্রের ধারণা, আদর্শ এবং মডেল ছিল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে ছিল বহুস্তর বিশিষ্ট সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর। ঐ সাম্রাজ্যের আদর্শিক ঐক্য ছিল খ্রিস্টান ধর্ম। এ ক্ষেত্রে ধর্মের বিষয়বলী এবং আইন ব্যাখ্যা করতেন খ্রিস্টান জগতের পোপ ও যাজকগণ। রোমান সম্রাট, সামন্ত জমিদার কিম্বা আঞ্চলিক রাজাগণ এই আইনের প্রয়োগ করতেন। মূলত সামাজিক শোষণ এবং অত্যাচারের মূল অঙ্গটি ছিল খ্রিস্টান ধর্ম। মধ্যযুগের ইতিহাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকার কারণে জাতিসত্তার বোধ, চেতনা বেড়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। সামন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিকাশ ও স্থিতিশীল পর্বে পোপ এবং সম্রাটের মধ্যে মোটামুটিভাবে হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। মধ্যযুগের শেষদিকে অর্থাৎ সামন্ত সমাজ কাঠামোর পতনের কালে রাষ্ট্র এবং ধর্মের উপর কর্তৃত্ব নিয়ে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে উভয়েই সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব দাবি করেন। একদিকে সামন্ত অর্থনীতির অবক্ষয় এবং অন্যদিকে ক্ষমতার প্রশ্লে পতনের পথে ধাবমান বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো শিথিল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী থেকে সমগ্র ইউরোপে বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজা ও জমিদারগণ অনেকটা স্বাধীন হয়ে উঠেন। ক্রমে পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতি এবং জ্ঞান ও মননের বিকাশের পটভূমিতে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণার বিকাশের পাশাপাশি ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয়তা বোধেরও উন্মেষ ঘটে। এই দুটি মৌলিক প্রপঞ্চ আঠারো এবং উনিশ শতকে ইউরোপে আধুনিক জাতীয়তাবাদ এবং আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

(৩) রেনেসাঁস বা নবজাগরণ

ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগ চিহ্নিত হয়ে থাকে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ দিয়ে। বস্তুতঃ মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের মাঝে চিহ্নিত সীমারেখা হলো এই নবজাগরণ। ফরাসি Renaissance শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো পুনর্জন্ম। ইউরোপের ইতিহাসে প্রচলিত অর্থে রেনেসাঁস বলতে বুঝায় প্রাচীন গ্রিক ও রোমান যুগের সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, বিজ্ঞান-- এক কথায় প্রাচীন গ্রিক ও রোমান জ্ঞানবিজ্ঞানকে জানার জন্য গভীর আগ্রহ এবং উৎসাহ সৃষ্টি হওয়া। মানব ইতিহাসের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ, পরিবর্তন কিম্বা বিবর্তন সংঘটিত হয় বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে। অন্য কথায় বলা যায় যে একটি সমাজ কিম্বা জনগোষ্ঠীর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শর্তসমূহ নিহিত থাকে চলমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভেতরে। সমাজ ইতিহাসের এই মৌলিক বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় রেনেসাঁস হলো সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। পুরো মধ্যযুগের স্থবির সামন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি নির্মাণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল এই রেনেসাঁস। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল এই সামাজিক স্থবিরতার কারণে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের মূল আদর্শ ছিল বন্দিদশা থেকে মানুষের মুক্তি, মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, বলিষ্ঠ সমালোচনা, গভীর অনুসন্ধিৎসা এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ফলে মানুষ মধ্যযুগের গতানুগতিক সমাজ, আইন ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের নামে প্রবর্তিত বিভিন্ন ধরনের শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করে। এই সময় থেকে মানুষের মাঝে শুরু হয় জীবন ও জগত সম্পর্কে এক গভীর অনুসন্ধিৎসামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। খ্রিস্টান ধর্মের নির্দিষ্ট গন্ডির বাইরে এসে মানুষ অজানাকে জানার এবং অচেনাকে চেনার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে। সর্বোপরি এই রেনেসাঁসের ভেতর দিয়েই ইউরোপের আপামর সাধারণ মানুষ খ্রিস্টান ধর্মের শাসন, শোষণ ও অত্যাচার থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন জীবন শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবে মানুষের কাছ থেকে ধর্মীয় গোড়ামী দূর হতে শুরু করে। ধর্মের কাঠোর অনুশাসন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ঘৃণার উদ্রেক হয়। এর ফলশ্রুতিতে ইউরোপের মানুষের মাঝে ধর্ম সম্পর্কে সৃষ্টি হয় উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। এখান থেকেই বিকশিত হতে শুরু করে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনার।

(৪) ভৌগোলিক আবিষ্কার

ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগের একটি অন্যতম অর্জন হলো ভৌগোলিক আবিষ্কার। মধ্যযুগের মানুষের একটি সাধারণ ধারণা ছিল যে পৃথিবী ভূমধ্যসাগরকেন্দ্রিক এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ মহাদেশ নিয়েই হলো পৃথিবী। পঞ্চদশ শতকের ইউরোপের নবজাগরণের পটভূমিতে জীবন ও জগত সম্পর্কে মানুষের ধারণায় আমূল পরির্তন সাধিত হয়। অজানাকে জানার জন্য এবং অচেনাকে চেনার জন্য মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয় ব্যাপক আগ্রহ এবং উদ্দীপনার। এদিকে ১৪৫৩ সালে উসমানীয় খলিফা দ্বিতীয় মোহাম্মদের হাতে কন্সটান্টিনোপলের পতন ঘটায় সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তুর্কি শক্তির আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ফলে ভূমধ্যসাগরের পথে বাণিজ্য পরিচালনা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সময় থেকে পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ সমুদ্র পথে এশিয়ার সাথে বাণিজ্য পথ আবিষ্কারের জন্য আশ্রয় চেষ্টা চালায়। প্রধানত এরই ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয় ভৌগোলিক আবিষ্কার। এ

ছাড়াও ভৌগোলিক আবিষ্কারের পেছনে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ইতালীয় নাবিক মার্কো পলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ইউরোপে প্রচুর মসলার চাহিদা, অজানাকে জানার জন্য মানুষের অদম্য স্পৃহা ইত্যাদি কারণগুলি ক্রিয়াশীল ছিল।

ষোড়শ শতকে ইউরোপের ভৌগোলিক আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন পর্তুগালের যুবরাজ নাবিক ইনফ্যান্ট হেনরি। তাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহযোগিতায় ১৪৩৩ সাল থেকে শুরু করে ১৪৬০ সাল পর্যন্ত পর্তুগালের নাবিকগণ প্রাচ্য দেশে আসার জন্য সমুদ্র পথ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু এই পর্যায়ে কেউ সফল হতে পারেনি। ১৪৮৭ সালে পর্তুগিজ নাবিক বার্থালমু দিয়াজ বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হন। এই ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে স্পেনের রানী ইসাবেলার সহযোগিতায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ইতালীয় নাবিক কলম্বাস ১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে ভারতের পশ্চিম উপকূলের কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছেন। ১৫১৩ সালে ব্যালবোয়া নামে স্পেনের একজন নাবিক প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন। ১৫১৯ সালে ম্যাগেলান নামের একজন স্পেনিস নাবিক ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পৌঁছেন।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে সারা পৃথিবীর দিগন্ত মানুষের সম্মুখে উন্মোচিত হয়। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি নব আবিষ্কৃত অঞ্চলসমূহ দখল করে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সকল অঞ্চলে বসতি স্থাপন ও আবাদী কাজের জন্য উন্নত ইউরোপীয় জাতিগুলি আফ্রিকার কালো মানুষদেরকে দাস হিসেবে নিয়োগ করতে শুরু করে। ফলে শুরু হয় দাস বাণিজ্য। এই আবিষ্কারের ফলে মহাসাগরীয় বাণিজ্য যাত্রা শুরু হয়। এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইউরোপের পদানত হওয়ার পাশাপাশি এই সকল অঞ্চলে ইউরোপের আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। এ ছাড়াও মানুষের মাঝে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান মনস্কতার বিস্তার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি, শিল্প সাহিত্যের বহুমুখী বিকাশ, ব্যাংকিং ব্যবস্থার গোড়াপত্তন, মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ প্রভৃতি বিষয়কে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বস্তুত এই সময় থেকেই সারা পৃথিবীতে আধুনিক যুগের যাত্রা শুরু হয়।

পাঠ্যের মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

- ১। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বলতে বুঝায় -
(ক) ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করা (খ) ব্যক্তিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা
(গ) ব্যক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা করা (ঘ) ব্যক্তির গুণাবলী সমাহিমায় বিকশিত হওয়া
 - ২। জাতীয় রাষ্ট্র কি?
(ক) ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্র (খ) অঞ্চলভিত্তিক রাষ্ট্র
(গ) জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র (ঘ) সমগ্র অঞ্চলকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র
 - ৩। রেনেসাঁসের মূল আদর্শ ছিল -
(ক) যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও অনুসন্ধিৎস
(খ) সম্মিলিত ভাবে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য রক্ষা
(গ) ধর্মভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কয়েম করা
(ঘ) রাজার নির্দেশ পালন করা
 - ৪। আমেরিকা আবিষ্কার করেন -
(ক) নাবিক হেনরি (খ) ভাস্কো ডা গামা
(গ) কলম্বাস (ঘ) ব্যালবোয়া
 - ৫। ভাস্কো-ডা-গামা এসে পৌঁছেন ভারতের -
(ক) কালিকট বন্দরে (খ) বোম্বে বন্দরে
(গ) মাদ্রাজ বন্দরে (ঘ) কলকাতা বন্দরে
- উত্তর : ১। (ঘ), ২। (গ), ৩। (ক), ৪। (গ), ৫। (ক)।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। ইউরোপের ইতিহাসে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বিকাশের পটভূমি আলোচনা করুন
- ২। ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের উন্মেষ প্রক্রিয়া আলোচনা করুন
- ৩। ষোড়শ শতকের ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহের বিবরণ দাও

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। ভৌগোলিক আবিষ্কারের পেছনে কি কি কারণ কার্যকর ছিল
- ২। নাবিক হেনরি কে ছিলেন
- ৩। দাস বাণিজ্য কিভাবে শুরু হয়

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ও ১৪৫৩ সালে প্রাচ্য সাম্রাজ্যের পতন

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন -

- পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য পতনের কারণ সমূহ;
- কন্সটান্টিনোপল কেন্দ্রিক পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ;
- এই দুটি পূর্বনো সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে ইউরোপে আধুনিক যুগের উত্থানের পটভূমি।

ইউরোপ তথা সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য এবং বাইজান্টাইন বা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতন একটি ঐতিহাসিক মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত ঘটনা। বস্তুত এই দুই সাম্রাজ্যের ইতিহাসই হলো মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাস। উক্ত দুই সাম্রাজ্যের পতনের ভিতর দিয়ে ইউরোপে আধুনিক যুগের উত্থান ঘটে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে গথ, ভ্যান্ডাল, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি বর্বর জার্মান জাতির আক্রমণের ফলে ৪৭৬ সালে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। ইতিপূর্বে ৩৩০ সালে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন কৃষ্ণ সাগরের তীরবর্তী স্থানে কন্সটান্টিনোপাল শহরের গোড়াপত্তন করেন। তখন থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্য। অষ্টম শতক থেকে জার্মান জাতি ফ্রাঙ্কদের নেতৃত্বে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠে। এই সাম্রাজ্যের শাসন প্রণালী, আইন কানুন-রীতি, নীতি, প্রথা প্রভৃতি ছিল খ্রিস্টান ধর্ম বা বাইবেল কেন্দ্রিক। সে কারণে এই সাম্রাজ্যের নাম হয়েছিল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। এই দুই সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

(ক) ইউরোপের রাজনৈতিক অনৈক্য

আপাতদৃষ্টিতে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের নামে ইউরোপে এক ধরনের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হলেও এটা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। দশম শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। দক্ষিণ ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে ফ্রান্স একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। ইতালির দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সমূহ স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। এদিকে জার্মানি অনেকগুলি আঞ্চলিক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উত্তর ইউরোপে বরাবরই পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের শাসন ছিল অনেকটা শিথিল। এইভাবে চতুর্দশ শতকের মধ্যেই রাজনৈতিক অনৈক্যের কারণে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পতনের দিকে ধাবিত হয়।

(খ) আরবীয় সভ্যতার উত্থান ও বিকাশ

আরব ভূখণ্ডে দীর্ঘদিন গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইসলামই প্রথম একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার পর আরব এবং এর আশপাশে বৃহত্তর রাষ্ট্র ও সভ্যতা গড়ে উঠতে শুরু করে। বিশেষত খোলাফায়ে রাশেদীন এবং এর হজরত মোহাম্মদের (সঃ) পরলোকগমনের অল্পকালের মধ্যেই আরবরা ইসলামের সাম্য, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্তির

আদর্শবাণী প্রচারের জন্য বর্হিবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ৭৫০ সালের মধ্যেই আরবদের সাম্রাজ্য সমগ্র মধ্য-এশিয়া, পশ্চিম-এশিয়া, উত্তর-আফ্রিকা এবং পশ্চিম-ইউরোপে বিস্তৃত হয়। মুসলিম শক্তির স্পেন বিজয় এবং স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অগ্রগতি ও বিস্তারকে ব্যহত করে দেয়। এদিকে সিরিয়া থেকে এশিয়া মাইনর এবং তুরস্কসহ এক বিশাল অঞ্চল মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অঞ্চলসমূহ ছিল পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ এলাকা। ক্রমে আব্বাসীয় শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্য ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এইভাবে সমগ্র মধ্যযুগে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এই তিন মহাদেশ জুড়ে ইসলামী সভ্যতার বলয় বিস্তৃত হয়। কেবলমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তার নয়, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, চিত্রকলা, স্থাপত্যকলা, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মধ্যযুগে আরবীয় মুসলিম সভ্যতা সারা পৃথিবীকে নেতৃত্ব প্রদান করেছে, পথ দেখিয়েছে। একই সঙ্গে বাগদাদ-কেন্দ্রিক দুটি প্রতিষ্ঠান বাইতুল হিকমা এবং দারুল তরজমা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও সভ্যতার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের মৌলিক গ্রন্থাবলী আরবিতে অনুবাদ করে। এর মধ্য দিয়ে এশিয়া ইউরোপ তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানজগতে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়। আরবীয় মুসলিম সভ্যতার এই ব্যাপক বিস্তৃতি এবং বিকাশের মুখে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে তা এক পর্যায়ে উদীয়মান সভ্যতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে নি।

(গ) ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশ প্রক্রিয়া

সমগ্র মধ্যযুগে ইউরোপের সভ্যতা দাঁড়িয়েছিল দুটি প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে। প্রথমটি হলো-পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ধারণা ও আদর্শ এবং দ্বিতীয়টি হলো খ্রিস্টান ধর্মভিত্তিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য। এই ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক রাজা কিম্বা শক্তিশালী সামন্ত অধিপতিদের কোনো প্রকার ক্ষমতা ছিল না। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে রোমান সাম্রাজ্য ক্রমাগত দুর্বল হয়ে আসার পটভূমিতে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। এই সুযোগে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক রাজাগণ অনেকটা স্বাধীন হয়ে উঠতে থাকেন। এইভাবে শুরু হয় ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের উন্মেষ ও বিকাশ প্রক্রিয়া। এই জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশ প্রক্রিয়া ইউরোপে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পতনের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

(ঘ) পোপ ও সম্রাটের মধ্যে দ্বন্দ্ব

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পতনের একটি অন্যতম কারণ হলো পোপ ও সম্রাটের মাঝে দ্বন্দ্ব। মধ্যযুগের ইউরোপে ক্ষমতার মূল কেন্দ্র ছিল দুটি। রাজা দেশের শাসনভার পরিচালনা করতেন, আর পোপ বা ধর্মনেতারা ধর্মের এবং ধর্মভিত্তিক আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। এই সময়ে রাষ্ট্র এবং শাসন প্রণালী ছিল পরিপূর্ণভাবে ধর্ম ভিত্তিক। সম্রাট নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে রোমান সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে দাবি করেন। একই সঙ্গে পোপও নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে দায়ী করতে থাকেন। সম্রাট এবং পোপের মধ্যে এই ক্ষমতার লড়াই ছিল মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পতনের গতিকে নতুন মাত্রা দান করেছিল।

(ঙ) সামন্ত অর্থনীতির অবক্ষয়

ইউরোপে সামন্ত অর্থনীতি ও সামন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অবক্ষয় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। বস্তুত পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ছিল সামন্তবাদী। এই সামন্তবাদী অর্থনীতির উন্মেষ ঘটেছিল পঞ্চম শতকের দিকে। উন্মেষ ও বিকাশ পর্বে এই ব্যবস্থা ছিল মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা মোকাবিলায় সক্ষম ও কার্যকরী ব্যবস্থা। প্রায় হাজার বছর অতিক্রম হওয়ার পর চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে এসে সামন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়তে থাকে। এর ফলে সামন্ত কাঠামোর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

(চ) সাম্রাজ্যের বিশালতা

মধ্যযুগের বিশাল সাম্রাজ্যগুলি পতনের সময় একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়- তা হলো সাম্রাজ্যের বিশালতা। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য কিম্বা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য-দুটিই বিশাল অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত ছিল। তৎকালীন সময়ের দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে এতবড় সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করা ছিল খুবই কঠিন কাজ। চতুর্দশ শতক থেকে অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল হয়ে আসার পটভূমিতে শাসকদের পক্ষে বিশেষ একটি কেন্দ্রে অবস্থান করে বিশাল অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সামন্ত যুগে কেন্দ্রীয় শক্তিসমূহ দুর্বল হয়ে পড়লে আঞ্চলিক শক্তি কেন্দ্রের প্রতি আগের মতো আনুগত্য প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকতে শুরু করে। রোমান সাম্রাজ্যের বেলায় এটি ঘটে অপ্রত্যাশিত ভাবেই। ক্রমে অন্যান্য সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটতে থাকে। তাই বলা যায় যে সাম্রাজ্যের বিশালতা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ।

(ছ) ঐতিহাসিক ইবনে খলদুনের তত্ত্ব

মধ্যযুগের মুসলিম ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও পণ্ডিত ইবনে খলদুন তার ভূবন বিখ্যাত গ্রন্থ ‘আল মুকাদ্দিমায়’ বলেছেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো সাম্রাজ্যের শৌর্য, বীর্য, বিকাশ কিম্বা একটানা উন্নতি একশত বছরের বেশি স্থায়ী হয় না। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে কোনো সাম্রাজ্যের সনাতন পর্ব এক শতাব্দীর অধিককাল স্থায়িত্ব লাভ করে না। মধ্যযুগের এশিয়া, ইউরোপের সাম্রাজ্যগুলির দিকে আলোকপাত করলে এই সত্যতা অনুধাবন করা যায়। দীর্ঘকাল টিকে থাকলেও পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান ও বিকাশপর্ব দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। আধুনিক ইতিহাস গবেষণায় ইবনে খলদুনের এই তত্ত্বটিকেও সাম্রাজ্য পতনের একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

(জ) কন্সটান্টিনোপলের পতন : ১৪৫৩ খ্রি:

উসমানীয় তুর্কি শক্তির হাতে কন্সটান্টিনোপলের পতন ইউরোপের তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি মাইল ফলক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। ১৪৫৩ সালে উসমানীয় তুর্কি সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ পূর্ব রোমান বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সটান্টিনোপল দখল করেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের ও পতন ঘটে। মুসলিম আক্রমণের ফলে কন্সটান্টিনোপলে

অবস্থানরত পন্ডিতেরা পশ্চিম ইউরোপে পাড়ি জমান। তাদের আগমনে ইতালিতে নবজাগরণ ত্বরান্বিত হয়। কন্সটান্টিনোপলের পতন প্রত্যক্ষভাবে পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্য এবং পরোক্ষভাবে পশ্চিম-রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

(ঝ) ইউরোপীয় রেনেসাঁস

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ইউরোপে নবজাগরণ। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপের নবজাগরণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, জগত ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। মানুষের মননে ও মেধায় প্রধান হয়ে উঠে যুক্তিবাদ ও অনুসন্ধিৎসা। বিকশিত হতে শুরু করে মানবতাবাদ। এক কথায় রেনেসাঁস প্রসূত চিন্তাভাবনা ও ধ্যান-ধারণা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সামগ্রিক পরিবর্তন এনে দেয়। এই পরিবর্তন ছিল মধ্যযুগের সামন্তবাদী ও সংস্কৃতির বিপরীত ধারায় প্রবাহিত। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পর থেকে সাধারণ মানুষের কাছে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা শেষ হতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে ভৌগোলিক আবিষ্কার, প্রযুক্তির উন্নতি, ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন এই সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

- ১। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের আদর্শিক ভিত্তি ছিল
(ক) ইসলাম ধর্ম (খ) বৌদ্ধ ধর্ম
(গ) হিন্দু ধর্ম (ঘ) খ্রিস্টান ধর্ম।
- ২। রোমান সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ
(ক) ইউরোপের রাজনৈতিক অনৈক্য (খ) ইউরোপের রাজনৈতিক সংহতি
(গ) ইউরোপ কর্তৃক এশিয়া দখল (ঘ) রোমানদের আফ্রিকা অভিযান
- ৩। রোমান সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ছিল -
(ক) সামন্তবাদী (খ) পুঁজিবাদী
(গ) সাম্রাজ্যবাদী (ঘ) দাসতান্ত্রিক
- ৪। রেনেসাঁস মানুষের মাঝে নিয়ে আসে -
(ক) ধর্মীয় অনুভূতি (খ) যুক্তিবাদ
(গ) ফ্যাসিবাদ (ঘ) নৈরাজ্যবাদ

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। রাজনৈতিক অনৈক্য কিভাবে রোমান সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে ?
- ২। ইসলামী সভ্যতার বিস্তারকে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কেন দায়ী করা হয় ?
- ৩। কন্সটান্টিনোপলের পতনের ফলাফল কি হয়েছিল ?

উত্তর : ১। (ঘ), ২। (ক) ৩। (ঘ), ৪। (খ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। ইবনে খলদুনের তত্ত্বটি কি?
- ২। কন্সটান্টিনোপলের পতন কীভাবে, কত সালে ঘটে?

ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ

এই অধ্যায় পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন-

- আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা;
- জাতীয় রাষ্ট্র উদ্ভবের কারণ সমূহ;
- প্রধান প্রধান জাতীয় রাষ্ট্র সমূহ।

পটভূমি

মধ্যযুগের ইউরোপে কোনো আলাদা রাষ্ট্র ছিল না। সমগ্র ইউরোপ ছিল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে। এই রোমান সাম্রাজ্য পরিচালিত হতো খ্রিস্টান ধর্মের আদর্শের উপর ভিত্তি করে। সাম্রাজ্যের প্রশাসন, আইন - কানুন, রীতি - নীতি, করপ্রথা ইত্যাদি সবই ছিল খ্রিস্টান ধর্ম ভিত্তিক। এই সাম্রাজ্য পরিচালিত হতো দুটি শক্তির দ্বারা। একটি হলো রাজনৈতিক, অপরটি ধর্মনৈতিক। রাজনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন সম্রাট এবং ধর্মনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যে ধর্মের প্রধান ছিলেন পোপ। পোপের অধীনস্থ যাজক, বিশপ এবং অন্যান্য ধর্মগুরুরা ধর্মের ব্যাখ্যা করতেন। বলা বাহুল্য যে, তখন দেশের আইন ছিল পুরোপুরি ধর্ম নির্ভর। রাজার অধীনে ছিল আঞ্চলিক প্রতিনিধি বা জমিদারগণ। এরাই ছিলেন স্ব স্ব এলাকার শাসনকর্তা, কর সংগ্রাহক এবং সম্রাটের আদেশ প্রয়োগকারী। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ছিল সামন্তবাদী। এই সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে প্রত্যেক এলাকায় সামন্ত জমিদারগণ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তাদের ছিল নিজস্ব দুর্গ, সেনাবাহিনী, এমনকি প্রশাসন পর্যন্ত। মধ্যযুগের ইউরোপের সামন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর কোন অঞ্চলের কিম্বা জাতি সত্তার বিকাশ সম্ভব ছিল না। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পটভূমিতে মানুষের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক ও বিভিন্ন জাতিসত্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। উপরন্তু ইউরোপের সামন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামো দুর্বল হয়ে আসার পটভূমিতে কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষে সমগ্র অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক শক্তি প্রায় স্বাধীন হয়ে যায় এবং প্রতিষ্ঠা করে জাতীয় বা আঞ্চলিক রাষ্ট্র। ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্র উদ্ভব ও বিকাশের পেছনে কিছু কারণ বিদ্যমান ছিল। এই কারণসমূহ নিচে প্রদত্ত হলোঃ

(ক) সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অবক্ষয়

সমগ্র মধ্যযুগে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে ছিল সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে। এই সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উদ্ভব ও বিকাশ শুরু হয়েছিল পঞ্চম শতকে। পরবর্তী প্রায় হাজার বছর এই কাঠামো অটুট থাকে। চতুর্দশ শতকের শেষদিক থেকে এই সামন্ত কাঠামো ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। পঞ্চদশ শতকে সামন্ত প্রথা সমগ্র ইউরোপকে এককেন্দ্রীক শাসনে রাখতে ব্যর্থ হতে থাকে। সামন্ত অর্থনীতি নির্ভর কেন্দ্রীয় শক্তি

দুর্বল হয়ে পড়লে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক জমিদারগণ স্ব স্ব অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে অনেকটা স্বাধীন হয়ে যায়। তাই বলা যায় যে সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অবক্ষয় ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্র বিকাশের পথ প্রশস্ত করে।

(খ) পোপ ও সম্রাটের মধ্যে দ্বন্দ্ব

মধ্যযুগের ইউরোপে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য পরিচালনা করতো দুটি প্রতিষ্ঠান। সম্রাট এবং পোপ। সম্রাট ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রধান প্রশাসক এবং পোপ ছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের ধর্মীয় প্রধান। দেশ পরিচালনা, কর সংগ্রহ এবং নিজেদের সুযোগ - সুবিধার ব্যাপারে এই দুই প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। চতুর্দশ শতকে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতার প্রশ্নে মতভেদ দেখা দেয়। ধর্মের প্রধান হিসেবে পোপ নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করেন। অপরদিকে সম্রাট নিজেও দাবি করেন যে তিনি খোদ ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। পঞ্চদশ শতকে এসে সামন্ত অর্থনীতির পতনের মুখে এই সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে। পোপ এবং সম্রাটের মধ্যকার এই মতবিরোধ ও সংঘাত ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্র বিকাশের পথকে সুগম করে।

(গ) আঞ্চলিক রাজা ও সামন্ত নেতাদের শক্তি সঞ্চয়

চতুর্দশ শতকের শেষদিক থেকে ইউরোপে সামন্ত অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক জমিদার ও সামন্ত রাজাগণ অনেকটা স্বাধীনভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। এই সময়ে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে আঞ্চলিক রাজা ও জমিদারদের এই অবাধ শক্তি সঞ্চয়ে কোনো প্রকার বাধা দিতে পারেনি। এই আঞ্চলিক সামন্ত রাজাদের শক্তি সঞ্চয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো নিজস্ব সামরিক বাহিনী গঠন, সামরিক দুর্গ গড়ে তোলা এবং অস্ত্রপাতি সংগ্রহ করা প্রভৃতি। এই পরিস্থিতিতে পোপ যখন ধর্মের দোহাই দিয়ে আঞ্চলিক রাজাদের পদচ্যুত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে তখন এরা সশস্ত্রভাবে পোপকে মোকাবিলা করে। ফলে স্বাভাবিকভাবে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের গতি ত্বরান্বিত হয়।

(ঘ) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ

ইউরোপে জাতীয় - রাষ্ট্র উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শ্রেণীর বিকাশ শুরু হয় পঞ্চদশ শতকে। সমাজের চাকুরীজীবী, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, সামন্ত অর্থনীতির বাইরে নতুন স্বাধীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিতরা হলো ঐ সময়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সামন্তবাদী প্রথায় অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই শ্রেণী রাষ্ট্র পরিচালনা ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এই শ্রেণী ছিল শিক্ষা, চিন্তা ও মননে সমাজের অগ্রণী অংশ। সামন্ত অভিজাত প্রাধান্য রোমান সাম্রাজ্যে এই শ্রেণীর কোনো সুযোগ - সুবিধা বা সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না। নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে এবং জাতীয় রাষ্ট্রে এই শ্রেণীর ছিল অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা। শ্রেণীগত স্বার্থে এবং আরও বিকশিত হওয়ার লক্ষ্যে এই শ্রেণী জাতীয় রাষ্ট্রের সমর্থক ও ধারক এবং বাহক হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত এই মধ্য শ্রেণীর বিকাশ ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল।

(ঙ) জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস

ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ও জাতিসত্তার ভেতরে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ইউরোপে বিভিন্ন জাতির বা আঞ্চলিক মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা বিকাশের কোনো পথ ছিল না। অথচ বিভিন্ন জাতির ছিল নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা এবং লোকজ সংস্কৃতি। প্রত্যেক জাতির জীবনাচরণে ছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মন্ডিত। পোপ এবং সম্রাটের অধিপত্য প্রতিরোধে এই আঞ্চলিক জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য সমূহ তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বস্তুত সম্রাট ও পোপের শাসন শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিভিন্ন জাতিসত্তার ভেতরে এবং আঞ্চলিক মানুষের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছিল। এই জাতীয় ঐক্যবোধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বাস্তবে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।

ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ায় এগিয়ে ছিল স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলসমূহ। এই সকল অঞ্চলের রাজশক্তি চতুর্দশ শতকের মধ্যেই পোপ ও রোমান সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায়। এই সময় ইতালি ও জার্মানি অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তবে রেনেসাঁসর প্রভাবে পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপে জাতীয়তাবোধের প্রাথমিক দানাবন্ধন শুরু হয়। এই প্রক্রিয়া ইউরোপে আধুনিক জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে, আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পথ সুগম করে।

পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। মধ্যযুগে ইউরোপের আইন ছিল

- (ক) ধর্মভিত্তিক (খ) জাতিভিত্তিক
(গ) রাষ্ট্র ভিত্তিক (ঘ) আন্তর্জাতিক।

২। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ছিল

- (ক) গোত্রীয় (খ) সামন্তবাদী
(গ) পুঁজিবাদী (ঘ) সমাজবাদী।

৩। রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাব ছিল

- (ক) বুদ্ধিজীবী প্রাধান্য (খ) ভূমিদাস প্রাধান্য
(গ) সামরিক বাহিনী প্রাধান্য (ঘ) সামন্ত অভিজাত প্রাধান্য

উত্তর : ১। (ক), ২। (খ), ৩। (ঘ)।

(খ) রচনা মূলক প্রশ্ন

১। ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশের কারণসমূহ আলোচনা করুন

২। জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা ব্যাখ্যা করুন

(গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে পোপ ও সম্রাটের দ্বন্দ্ব কীভাবে সহায়ক হয়েছিল ?

২। কোন কোন দেশে প্রথম জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে ?

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তির উন্নতি

এই অধ্যায় পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন -

- রেনেসাঁস পূর্ব ইউরোপে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার
- এই সময়ে প্রযুক্তির উন্নতি

মধ্যযুগের ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল সামন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অচলায়তনে আবদ্ধ। এখানে ব্যক্তির স্বাভাবিক কৃষি ব্যক্তি প্রতিভার কোনো স্থান ছিল না। ধর্ম ভিত্তিক সমাজ ও আইনের আওতায় যুক্তিবাদ ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সামন্ত অভিজাত নিয়ন্ত্রিত সমাজে বিদ্যা চর্চা সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। আর সামন্ত অভিজাত সমাজ ছিল ভোগ বিলাসে মত্ত। ইতিহাসের যে কোনো পর্বে বিজ্ঞান চর্চার প্রধান পূর্বশর্ত ছিল জ্ঞানের জগতে অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা, যুক্তিবাদের প্রসার এবং জীবন ও জগতের প্রতি গভীর অনুসন্ধিৎসা মূলক দৃষ্টিভঙ্গী। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল উদারনৈতিক পরিবেশ। এই জন্য দেখা যায় যে প্রাচীন মিশরীয়রা এবং গ্রিকরা বিজ্ঞান চর্চায় অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল। মধ্যযুগের আব্বাসীয় খিলাফতের আমলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির মূলে ছিল ব্যক্তি প্রতিভা বিকাশের সুযোগ এবং যুক্তিবাদের প্রসার। মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে অনুকূল পরিস্থিতির অভাবে বিজ্ঞান চর্চা ব্যহত হয়। চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকে এসে সামন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার পটভূমিতে ইউরোপে যে নব জাগরণের সূত্রপাত হয় তখন থেকে নতুন করে শুরু হয় বিজ্ঞান চর্চা। বলা যেতে পারে এই সময় থেকে শুরু হয় আধুনিক বিজ্ঞান অনুশীলন, অধ্যয়ন এবং গবেষণা। এই পর্বে বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। যে ক'জন বিজ্ঞানী এই যুগের বিজ্ঞান চর্চার গোড়াপত্তন করেন, তাদের বিবরণ নিচে প্রদত্ত হলো:

(ক) বৈজ্ঞানিক কপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩)

বৈজ্ঞানিক কপারনিকাস আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে কিম্বা পৃথিবী সূর্যকে প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করে চলেছে। প্রাচীন গ্রিক যুগের বিজ্ঞানীদেরও এই ধারণা হয়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপে এই মতই প্রচলিত ছিল যে পৃথিবী কেন্দ্র করে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র আবর্তিত হচ্ছে। কপারনিকাস ইউরোপবাসীর এই ধারণা ভুল প্রমাণ করেন। কপারনিকাসের এই আবিষ্কার আকাশ বিজ্ঞান গবেষণায় এক বৈপ্লবিক ধারার সূচনা করে।

(খ) গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২)

ইতালীয় বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও দূরবীণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। গ্যালিলিওর এই আবিষ্কার কপারনিকাসের আবিষ্কারকে সঠিক বলে প্রমাণিত করে।

(গ) গুটেনবার্গ (১৪০০-১৪৬৮)

জার্মানির গুটেনবার্গ আধুনিক সিসার টাইপ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার মুদ্রণ শিল্পের জগতে এক ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করে। এর পূর্বে হাতে লিখে কপি করে গ্রন্থাদি প্রচার করা হতো। গুটেনবার্গের আবিষ্কারের পর বই ছাপার কাজ শুরু হয়। গুটেনবার্গের টাইপ দিয়ে ১৪৫৪-৫৪ সালের দিকে প্রথম বাইবেল মুদ্রিত হয়। তখন থেকে সাধারণ মানুষের কাছে বাইবেল সহজলভ্য হয়। ইতিপূর্বে বাইবেল ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।

পাঠ্যোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। কপারনিকাস ছিলেন একজন

- | | |
|---------------|-------------------|
| (ক) বৈজ্ঞানিক | (খ) শিল্পী |
| (গ) কবি | (ঘ) সঙ্গীত বিশারদ |

২। গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন

- | | |
|----------------------|------------|
| (ক) দূরবীক্ষণ যন্ত্র | (খ) রোবট |
| (গ) রকেট | (ঘ) মিসাইল |

৩। গুটেনবার্গ ছিলেন

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (ক) রাশিয়ার আধিবাসী | (খ) জার্মানীর আধিবাসী |
| (গ) স্পেনের আধিবাসী | (ঘ) ফ্রান্সের আধিবাসী |

উত্তর : ১। ক, ২। ক, ৩। খ।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের বিজ্ঞানীদের পরিচয় দিন।